যুগান্তর

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষকরা পে-স্কেলে বেতন পাবেন

প্রধান শিক্ষকের বেতন ১২৫০০ টাকা * সহকারী ও ক্বারির বেতন ৯৩০০ টাকা * কার্যকর হতে পারে জুলাই থেকে

প্রকাশ : ১১ নভেম্বর ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মিজান চৌধুরী

ঘোষণার প্রায় তিন বছর পর ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ১৫ হাজার শিক্ষককে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তিন হাজার ৪৩৩টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় এলো। এখন থেকে এ বেতন স্কেলের ১১তম গ্রেডে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ১২ হাজার ৫০০ টাকা বেতন পাবেন।

আর ১৬তম গ্রেডে সহকারী ও ইবতেদায়ি ক্বারি শিক্ষক ৯ হাজার ৩০০ টাকা বেতন পাবেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সরকার এ সুবিধা দিয়েছে। অবশ্য আগামী জুলাই থেকে এটি কার্যকর হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বর্ধিত বেতন কার্যকর করতে অতিরিক্ত ১৮৩ কোটি ৪১ লাখ টাকার প্রয়োজন হবে। বর্তমান ইবতেদায়ি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ২৫০০ টাকা বেতন পান। আর সহকারী ও ক্বারি শিক্ষক ২৩০০ টাকা পান। নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হলে প্রধান শিক্ষকের বেতন ১০ হাজার টাকা এবং সহকারী ও ক্বারি শিক্ষকের বেতন সাত হাজার টাকা বাড়বে।

জানতে চাইলে অর্থ প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান যুগান্তরকে বলেন, বেতন বাড়ানোর দাবি ইবতেদায়ি শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের। মানবিক দিক বিবেচনা করে সরকার এ দাবি পূরণ করেছে। এতে এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকরিজীবীদের জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, চলতি বাজেটে এ বেতন কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই। আগামী বাজেট থেকে পুরোপুরি বরাদ্দ রাখা হবে। আগামী জুলাই থেকে অবশ্য এটি কার্যকর হতে পারে। তিনি বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে সরকার ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করেছে।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সাল থেকে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকরা অনুদান পাচ্ছেন। শুরুতে তারা ৫০০ টাকা করে পেতেন। ২০১৩ সালে অনুদান ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৭ সালে প্রধান শিক্ষকের ভাতা ২৫০০ টাকা এবং সহকারী ও ক্বারি শিক্ষকের ভাতা ২৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৮ সালে তাদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোসহ একটি নীতিমালা অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের কাছে সারসংক্ষেপ পাঠায় অর্থ বিভাগ।

সারসংক্ষেপে বলা হয়- বিদ্যমান কাঠামো অনুযায়ী একটি ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় প্রধান শিক্ষকের পদ একটি, সহকারী শিক্ষকের পদ তিনটি ও ক্বারি পদ একটি। অনুদানের ওপর নির্ভর করে এসব মাদ্রাসা চলছে। পাশাপাশি বর্তমান বেতন কাঠামো অনুযায়ী একটি মাদ্রাসার পেছনে ১১ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর জাতীয় বেতন স্কেলে একটি মাদ্রাসার পেছনে ৪৯ হাজার ৭০০ টাকা ব্যয় হবে।

প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো কার্যকর করা হলে প্রতিটি মাদ্রাসার পেছনে ৩৮ হাজার টাকা ব্যয় বাড়বে। নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হলে এক বছরে এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে ১৮৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা ব্যয় হবে।

সারসংক্ষেপে আরও বলা হয়, বর্তমান এক হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার শিক্ষকরা অনুদান পাচ্ছেন। মাদ্রাসাগুলোতে কর্মরত আছেন চার হাজার ৫২৯ জন শিক্ষক। এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হলে অনুদান দেয়া বন্ধ করে বছরে অতিরিক্ত ৬৯ হাজার ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

এ ছাড়া আরও এক হাজার ৯১৪টি প্রতিষ্ঠান অনুদানের বাইরে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হলে অতিরিক্ত ১১৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।